for private circulation only

চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দির সোসাইটি (রেজি:)

NEWSLETTER

KALI MANDIR NEWS

CHITTARANJAN PARK KALI MANDIR SOCIETY (REGD.) ❑ আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৪৩৩ ❑ October, 2026

SECRETARY'S MESSAGE

Respected Members of C.R. Park Kali Mandir Society and Residents of C.R. Park,

প্রণাম ও শারদীয় শুভেচ্ছা

With the fragrance of Shiuli, the sound of Dhaak, and the anticipation of Maa Durga's arrival, the festive spirit of Pujo is once again filling our hearts and our beloved temple premises.

Our second Broad-Based Meeting, held on 20 September 2026, brought forth valuable suggestions and, more importantly, the warmth of collective participation. Inspired by these voices, we are striving to make this year's Puja more inclusive, devotee-friendly and environment-conscious, including by avoiding the use of Styrofoam in the Puja Pandal.

Our first Mandir Baithak, held on 13 September, is a small but meaningful step towards nurturing an open and participative community. We hope this initiative will grow with new ideas and greater involvement in the years ahead.

The Pre-Puja Cultural Programmes, inaugurated in the gracious presence of MLA Smt. Shikha Rai, Ms. Baswati Mishra and Dr. Mallika Nadda, have added music, culture and celebration to the temple precincts. The enthusiastic participation is a joyful reminder that Pujo has truly arrived.

The Pre-Puja Mela and Expo has also received an encouraging response, bringing together artisans and entrepreneurs and adding yet another vibrant dimension to our celebrations. Its growing appeal was also recognised by The Times of India in its 2 October 2026 coverage.

Our endeavour this year is simple: a Puja that is welcoming to every bhakta, inclusive in spirit, clean in practice and respectful of our environment. With the growing number of devotees, this is a shared responsibility. I warmly invite everyone to come forward with ideas, cooperation and the spirit of 'আমরা সবাই মিলে' — together, as one community.

May our Puja be filled with anondo, shanti and bhakti, and may the blessings of Maa Durga bring happiness, good health and prosperity to every home.

শুভ শারদীয়া। শুভ দুর্গাপূজা।

With warm regards and best wishes,

Dr. Shirshendu Mukherjee
Secretary
C.R. Park Kali Mandir Society

শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজোর সময় নির্ঘণ্ট

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত cwnKমতানুসারে

সূর্যোদয় প্রাতঃ ঘ ৬/২৭ মিঃ — দেবীর ঘোটকে আগমন।
সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ঘ ৫/৪৭ মিঃ — দেবীর নৌকায় গমন।

২৯ শে আশ্বিন, ১৪৩৩ (ইং ১৬ই অক্টোবর, ২০২৬)
শুক্রবার। ষষ্ঠী শেষরাত্রি ঘ ৫/৫৮ পর্যন্ত।
দিবা ঘ ৯/১৭ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর ষষ্ঠ্যাদি বিহিত পূজা, কাম্যকালে শ্রীশ্রী দুর্গা দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

৩০শে আশ্বিন, ১৪৩৩ (ইং ১৭ই অক্টোবর, ২০২৬)
শনিবার। সপ্তমী অহোরাত্র। শ্রীশ্রী দুর্গা সপ্তমী। পূর্বাহ্ন ঘ ৯০/১৩ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রী দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন ও সপ্তমী বিহিত পূজা প্রশস্ত।

১লা কার্ত্তিক, ১৪৩৩ (ইং ১৮ই অক্টোবর, ২০২৬)
রবিবার। সপ্তমী দিবা ঘ ৮/২৯ মিঃ পর্যন্ত।
শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর আধিক পূজা।

২রা কার্ত্তিক, ১৪৩৩ (ইং ১৯শে অক্টোবর, ২০২৬)
সোমবার। অষ্টমী দিবা ঘ ৯০/৫২ মিঃ পর্যন্ত।
বারবেলান্তরোধে ঘ ৭/৫২ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গা দেবীর মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্ত।

দিবা ঘ ৯০/২৮ মিঃ গতে সান্ধি পূজারম্ভ। দিবা ঘ ৯০/৫২ মিঃ গতে বলিদান, দিবা ঘ ৯৯/৯৬ মিঃ মধ্যে সান্ধি পূজা সমাপন। সান্ধিক্ষণে সহস্র পদ্মদ্বারা চামুণ্ডারূপিণী শ্রীশ্রী দুর্গা দেবীর আরাধনা।

৩রা কার্ত্তিক, ১৪৩৩ (ইং ২০শে অক্টোবর, ২০২৬)
মঙ্গলবার। নবমী দিবা ঘ ৯২/৫৯ মিঃ পর্যন্ত। পূর্বাহ্নে ঘ ৯০/১৩ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রী দুর্গাদেবীর মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্ত। সবঃ দিবা ঘ ৯২/০০ টায় সপ্তশতী মহাযজ্ঞ।

৪ঠা কার্ত্তিক ১৪৩৩ (ইং ২৯ শে অক্টোবর ২০২৬)
বুধবার। দশমী দিবা ঘ ২/৯২ মিঃ পর্যন্ত।
পূর্বাহ্ন ঘ ৯/১৭ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর দশমী বিহিত পূজা ও বিসর্জন প্রশস্ত।

শ্রীশ্রী দুর্গা ষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী বিহিত পূজার সময় সূচি

প্রত্যহ পূজারম্ভ : দিবা ঘ ৬/৫০ মি. গতে।
কিন্তু সপ্তমী দুই দিন
পূজারম্ভ দিবা ঘ ৭/১০ মিনিট সময়ে।
পুষ্পাঞ্জলি : দিবা ঘ ৯০/৩০ মিঃ গতে।
মহাষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি ৯ ঘটিকায়।
চরণামৃত ও প্রসাদ বিতরণ :
দিবা ঘ ৯০/৪৩ মিঃ গতে।
ভোগ বিতরণ : দিবা ঘ ৯/০০ মিঃ হইতে
আরাত্রিক : সন্ধ্যা ৭/৩০ মিঃ হইতে

বিজয়া দশমী

প্রতিমা বরণ : দিবা ঘ ৯০/৩০ মিঃ হইতে
শোভা যাত্রা : দিবা ঘ ২/০০ মিঃ সময়ে।
প্রতিমা নিরঞ্জন : অপরাঃ ঘ ৩/০০ মিঃ
শান্তিজল : রাত্রি ঘ ৮/০০ মিঃ গতে।

আরতি

আরতির শুদ্ধ শব্দ হল আরাত্রিক। আ-রতি-অর্থ হল, সম্যগরূপে তৃপ্তি শব্দটিজর নির্বচন (অরাত্রি+ঠঞ) আরতি বা নীরাজন কর্ম (Waving Light as a part of Image worship) মনোযোগ দিয়ে ভক্তিভরে পূজা করার পর আরতি করলে চিত্তে দারুণ ভগবৎ তন্ময়তা লাভ হয়। আমরা সাধারণত দেবদেবীর যেসব দ্রব্যগুলি দিয়ে আরতি করি তা হল — ১) পঞ্চপ্রদীপ, ২) কর্পূরদীপ, ৩) জল পূর্ণ শঙ্খ, ৪) ধৌতবস্ত্র, ৫) বিল্বপত্র ও পুষ্প, ৬) চামর। সাধারণত আরতি করার নিয়ম হল বিশেষ বিশেষ পূজায় ভোগ নিবেদনের পর। এতদব্যতিরেকে সন্ধ্যায় আরতি করা হয়। আরতি করার সময় প্রথমেই সামান্য অর্ঘ্যের পাশে বা আসনের সম্মুখে জল দিয়ে ত্রিকোণমন্ডল অঙ্কন করে তার ওপর পঞ্চপ্রদীপ বা দীপমালা স্থাপন করতে হয়। এরপর 'ফট্' মন্ত্র প্রোক্ষণ করে 'এতস্যৈ নীরাজন দীপমালায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে অর্ঘ্যজল দ্বারা অর্চনা করতে হয়। পরে 'এতদ্‌ধিপতয়ে, দেবায় বিষ্ণবে নমঃ' এত্য সম্প্রদানায় ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে অর্ঘ্যজল দ্বারা পূজা করতে হয়। পরিশেষে ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ নমঃ মন্ত্রে অর্ঘ্যজল বিন্দু প্রক্ষেপ করে দীপমালাটি দেবতাকে মনে মনে নিবেদন করে, ডান হাতে দীপটি তুলে বাম হাতে ঘন্টাধ্বনি করতে করতে মূল মন্ত্র /দীক্ষামন্ত্র/উক্ত দেবদেবীর আরতির স্তবস্তুতি সহযোগে দেবতার শ্রীচরণে চারবার, নাভিদেশে দু বার মুখমন্ডলে তিনবার ও সর্বাঙ্গে সাতবার ঘুরিয়ে একপাশে দীপটি নামিয়ে রাখতে হয়। পঞ্চপ্রদীপের পাঁচটি দীপশিখা পঞ্চইন্দ্রিয় দেবতাকে সমর্পন করার মাধ্যমে লাভ, কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য - ছয়টি রিপু দেবতার পায়ে অর্পন করা। তারপর কুশীতে জল নিয়ে হাতটি ধুয়ে যথাক্রমে কপূরদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, বস্ত্র, পুষ্প ও চামর দ্বারা পূর্ববৎ আরতি করতে হয়। আরতি শেষে অতি ভাবভক্তি সহযোগে দেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে তাঁর কাছে বিশ্বাস, শরণাগতি ও ভক্তি নিবেদন করা হয়।

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কাকে বলে - মস্তক, গ্রীবা, বক্ষ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর, হস্ত ও পদ দেহের আটটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সঙ্গে জানু, উরু, পানি, জঙ্ঘা, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি এই আটটি অঙ্গ সম্মিলিত ভাবে শায়িত হলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা হয়। বলা হয় যে মন্ত্রবিহীন এবং ক্রিয়াবিহীন পূজাতে আরতি পূর্ণতা নিয়ে আসে। অর্থাৎ ভক্ত পূজার সময় যদি মন্ত্র ভুলে যান বা নানারকম মুদ্রা দেখাতে অপারগ হন, কিংবা পূজার মন্ত্র বলার সময় নেই বোধ করেন - অথচ পূজা করার ইচ্ছা রয়েছে তাহলে যৎসামান্য পূজা করে দেবদেবীর আরতি করে দেওয়া যায়। কারণ দেবদেবীগণ ইহাতে খুশি হন। এই প্রসঙ্গে 'হরিভক্তি বিশাল গ্রন্থে বলা হয়েছে —

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎকৃতং পূজনং হরেঃ।
সর্ব্বং সম্পূর্ণতাম যাতি কৃত নারীজমে শিবে।

অর্থাৎ দেবদেবীগণ নীরাজন বা আরতি করলে মন্ত্রবর্জিত বা ক্রিয়াবর্জিত পূজাতেও দারুণ ফল লাভ হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান বিষ্ণুর আরতি ভক্তিভবে দর্শন করে তিনি সাতজন্ম পর্যন্ত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম লাভ করেন, এবং অশেষ জপ ধ্যান পরায়ণ হয়ে পরিশেষে পরম পুরুষের অমৃতপদ লাভ করে ধন্য হন।

শাস্ত্র মতে, কর্পূর দীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ প্রভৃতি গভীর জিনিসের সংকেত বহন করছে। কর্পূর দীপ হল অগ্নি বা তেজের প্রতীক, জলপূর্ণ শঙ্খ হল জলের প্রতীক, বস্ত্র হল বাতাসের প্রতীক, পুষ্প হল মাটির প্রতীক এবং চামর হল আকাশের প্রতীক। বস্তু জগতের তথা প্রাণী জগতের মূল উপাদান হল এই পঞ্চ মহাভূত তথা আগুন, জল, বাতাস, মাটি এবং পৃথিবী। এই পঞ্চভূত নিয়েই মহা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়েছে। এবার ভাবতে হবে, আমার সম্মুখে যে দেবতা বা দেবী রয়েছেন তাঁকে আমি এই জগৎসৃষ্টিকারী পাঁচটি উপাদানে আরতি করছি বা ভগবানকে এই পাঁচটি ভূত নিবেদন করছি। এখন যেহেতু পঞ্চভূত দিয়ে জগৎ গড়া, তাই আরতির মাধ্যমে আমি সম্যক জগৎটাই ভগবৎ চরণে অর্পন করে দিচ্ছি। তিনি সীমার মাঝে অসীম, আবার অসীমের মাঝে সীমায়িত দেব শরীর হয়েছেন। কাজেই আরতির সময় ভক্ত ঈশ্বরের সীমিত মূর্তি থেকে যাতে বিশ্বমূর্তির দিকে চিন্তাকে প্রসারিত করতে পারে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পারে সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। মোটকথা সাধক আরাত্রিক নামে পূজা আরাধনার মধ্য দিয়ে পঞ্চমহাভূতকে দেবতার চরণে অর্পন করে শুদ্ধ মনে বিশ্বব্যাপী অখণ্ড দেব শরীরের সঙ্গে মিলিত হন। তবে এ তো গেল ভগবানের নিরাকার ভাবের সর্বব্যাপী আত্মপূজা।

বৈষ্ণব মতে আরতির সুন্দর উপমা আছে। তা হল, যশোদা পুত্র গোপাল, দাদা বলরাম ও অন্যান্য রাখাল বালকের সাথে গরু চরাতে গেছে মাঠে। সারাদিন গেল। এখনও ফিরল না। যদিও খাওয়া দাওয়ার জিনিস সঙ্গে নিয়ে গেছে। কিন্তু মায়ের মন তো যশোদা তাই উদ্বিগ্ন চিত্তে গোপালের পথ চেয়ে বসে আছেন। কখন ফিরবে তার আদরের নয়নমণি। দেখতে দেখতে গোধুলি লগ্ন হল। ফিরে এল যশোদানন্দন। সর্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত। অন্ধকারে পুত্রের মুখটাও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, তাই যশোদা সত্বর দীপ জ্বেলে গোপালের সুন্দর পদযুগল, নাভিকমল, মুখমন্ডল এবং সর্বাঙ্গ ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। ছেলের গায়ে ধূলো রাশি দেখে মা যশোদা বড় শঙ্খ করে সুগন্ধি জল নিয়ে গোপালের কোমল অঙ্গ ধুয়ে দিতে লাগলেন। গোপালের আনন্দ আর ধরে না। চোখে দুষ্টুমির হাসি মনে উৎফুল্ল ভাব। তাই মা যশোদা তাড়াতাড়ি গোপালের বসনটা খুলে একটি ধৌত সুন্দর বস্ত্র পরিয়ে দিলেন। তারপর সুন্দর সুন্দর সুগন্ধি ফুল দিয়ে সাজাল তার প্রাণপ্রিয় গোপালকে। এতে গোপালের রূপ খুলে গেল। যেন অনন্ত অসীমের বুকে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে তার গোপাল শোভা পেতে লাগল। যশোদা তাকে কোলে তুলে নিল, এবং চামর দুলিয়ে দুলিয়ে হাওয়া করে তার ক্লান্তি দূর করতে লাগলেন। সহসা যশোদার অনুভব হল তাঁর প্রিয় পুত্র জগৎপতি ভগবান। যশোদার মন ভগবানের পূর্ণ আনন্দময় রূপের মধ্যে, সর্বব্যাপী অস্তিত্বের মধ্যে হারিয়ে গেল। নিজের এমন অবস্থার পরিবর্তন দেখে ভয় বিহ্বল চিত্তে যশোদা পুত্ররূপী জগৎকারণ ভগবানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ফেলল, আর তা করা মাত্রই পুত্ররূপী ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে ভক্তের চিরমিলন ঘটল তথা একাত্ম অনুভব সম্পন্ন হল।

— মুক্তিপদ চক্রবর্তী

শোক প্রস্তাব

শ্রী জ্যোতির্ময় মিত্র (জনি দা)

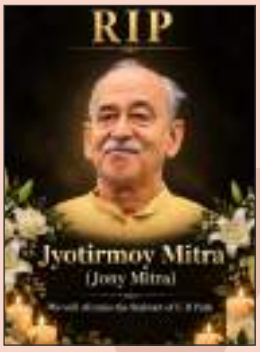

3rd June, 1938
3rd November, 2026

জন্ম - ইছধাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, তিরোধান - সি ৪৯৯, চিত্তরঞ্জন পার্ক। আদিনিবাস - ফরিদপুর। লেখাপড়া কলকাতায়। ১৯৬৯ সালে বিয়ে করে। কর্মজীবন দিল্লিতে। নর্থব্লকে বিত্ত মন্ত্রণালয়ে একনাগাড়ে চাকরি করে গেছেন সসম্মানে। ৭০ দশকের গোড়ার দিকে সি.আর পার্কে আসেন।

তিনি সত্যিই জ্যোতির্ময় - কালীমন্দির, বঙ্গীয় সমাজ এবং মর্ণিং ক্লাবের ফাউন্ডার মেম্বার ছিলেন, প্রবাসে বাঙালি আইডেন্টিটি সুদৃঢ় করার মানসে। তাঁর প্রায় ৫০ বছরের নিরলস নিঃস্বার্থ কায়িক ও মানসিক শ্রম লুকিয়ে আছে আজের ইবিডিপি, কালী মন্দির ও বঙ্গীয় সমাজের পেছনে। সেই সময়ের বঙ্গীয় সমাজকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করেন।

তিনি বহু বছর ধরে এইসব সংস্থার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। এদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির মানসে তিনি নানা পদক্ষেপ নেন। একটি উদাহরণ - 'পৌষ মেলা'। মিষ্টভাষী জমিদা হাসিমুখে আপদে বিপদে সবার পাশে থাকতেন। ছিলেন সি. আর পার্কের অতি পরিচিত একটি নাম। সরকারী ভর্তুকি ও পেনসন নির্ভর অসহায় বিধবা মহিলাদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করতেন। সি.আর. পার্ক তাঁর অবদান কোনোদিন ভুলবে না।

সহধর্মিনী শ্রীমতি সাধনা মিত্র, পুত্র শ্রী সম্রাট মিত্র, কন্যা শ্রীমতি রুণা মিত্রকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমাদের নেই। পরম পুরুষের নিকট তাঁর অমর পূণ্যাত্মার সদগতি ও শান্তিপ্রার্থনা করি।

চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটির সভ্যবৃন্দ

DIVISIONAL SPOTLIGHT

Cultural Division

This year, the Cultural Division will emphasise and showcase the talent of our local artists. We have decided to organise our cultural programmes with local artists, giving them a platform to present their talent before our community and encouraging them to grow and pursue their artistic journey.

Supporting and motivating our local artists is a special focus of this year's cultural programme. We wish to provide greater opportunities to the talented artists from our own community and give them the recognition and encouragement they truly deserve as we believe that the joy of Durga Puja is not only in the rituals and celebrations, but also in coming together as a community. Sharing Bhog Prasad, sitting together, meeting friends and families, and enjoying the warmth of togetherness are an integral part of the true spirit of our Puja.

Though we live away from Bengal, may we continue to cherish and celebrate our rich Bengali heritage, culture and traditions.

May Maa Durga bless every family with happiness, peace, good health and prosperity. May Her divine presence remove all negativity and bring hope, positivity and new beginnings into our lives.

Wishing everyone a very Happy, Peaceful and Blessed Sharodiya Durga Puja.

Jai Maa Durga

Chairman
Sh. Ashok Bose

Convener
Sh. Narayan Dey





Lighting of Lamp by Dignitaries



Drawing Competition



Fancy Dress Competition



Alpona Compttition



Prize Distribution

The names of the co-opted MC members are Dipsikha Roy, Parthasarathi Dasgupta, Samaresh Bhadra, Sanjay Deb, Snigdha Ray

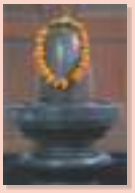



CALENDAR FROM 1ST WEEK OF OCTOBER TO 1ST WEEK OF NOVEMBER 2026

PUJAS AND OTHER EVENTS IN THE MANDIR

DATE	DAY	TIMINGS	EVENTS
06.10.26	Tuesday		Ekadashi
10.10.26	Saturday	7:30pm	Sri Sri Kalika Puja / Mahalaya/ Tarpan
11.10.26	Sunday		Sharodiya Navaratri Brata Arambha
16.10.26	Friday		Sri Sri Durga Shashthi
17.10.26	Saturday		Sri Sri Durga Saptami
18.10.26	Sunday		Sri Sri Durga Adhik Puja
19.10.26	Monday		Sri Sri Durga Maha Ashthami/Shandhi Puja
20.10.26	Tuesday		Sri Sri Durga Maha Navami/ Saptshati Havan
21.10.26	Wednesday		Bijoya Dashami
22.10.26	Thursday		Ekadashi
25.10.26	Sunday	7:00pm	Sri Sri Satyanarayan Puja/ Kojagori Lakshmi Puja
31.10.26	Saturday	7:00pm	Sri Sri Shoni Puja
05.11.26	Thursday		Ekadashi
08.11.26	Sunday	7:30pm	Sri Sri Kalika Puja/Dipavali
Sankirtan on Ekadashi Days at Radha-Krishna Mandir (after evening Arati)			
06.10.26	Tuesday		Sankirtan by Hari Sabha
22.10.26	Thursday		Sankirtan by Hari Sabha
05.11.26	Thursday		Sankirtan by Hari Sabha
Religious Discourses			
*15.10.26	Thursday	4:00pm-8:00pm	Anando Mela
24.10.26	Monday	5:00pm	Discourse by Devotees of Sri Sri Thakur Anukul Chandra in Netaji Subhash Hall

(For specific and accurate information please contact KMS, CRP, Office, by a visit or contact Mr. Bhabesh Saha-9313578509.



Durga Puja Broadbased Meeting



Introduction of Chess as a dynamic community hub in the library

Published by Dr. Shirshendu Mukherjee - Secretary, KMS. Editor Sh. Prodip Ganguly, Editorial Team - Sh. Santi Mazumder, Ms. Ratnasheela Sarkar on behalf of Kali Mandir Society, Chittaranjan Park, New Delhi-110019. Ph. : 9311557370.
Printed by A.D. Print Studio, Mob. : 9810173200, E-mail : srprintstudio@gmail.com